দ্য রান

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

নিড ফর স্পিড হট পারস্যুইটের পর আরেকটি চটকদার গেম বের হলো রেসিং গেম সিরিজে, যার নাম দ্য রান। শিফট ও শিফট ২ আনলিশড ট্র্যাক রেসিং গেম কিন্তু দ্য রানের জগত ট্র্যাকের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দ্য রানের জগত অনেক বিশাল, যা সান ফ্রান্সিসকো থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। এ গেমের রাস্তার ব্যাপ্তি হট পারস্যুইটের চেয়ে তিনগুণ বড়। গেমটির ডেভেলপমেন্টের কাজ চলছিল প্রায় তিন বছর ধরে। গেমটির বের হওয়ার আগেই এনএফএস সিরিজের আরো কয়েকটি গেম বাজারে চলে এসেছে। সবার সামনে চমক তুলে ধরার জন্য নির্মাতারা কিছুটা ধৈর্য নিয়েই এ গেমের কাজ সমাধা করেছেন। কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গেমটি বের হওয়ার পর বেশ প্রশংসিত হয়েছে এবং গেমপ্লে বেশ চ্যালেঞ্জিং হওয়ায় গেমার মহলে বেশ সাড়া পড়েছে। মোস্ট ওয়ান্টেডের পর এ গেম সিরিজের দাপট কিছুটা কমে গিয়েছিল। কিন্তু তৃতীয় যুগের গেমগুলো আবার তাদের হারানো সম্মান ফিরে পেতে সাহায্য করেছে। নতুন গেমগুলোতে গেম রিয়ালিটির সাথে সাথে গেমের গ্রাফিক্স, সাউন্ড ও গেমপ্লে আরো উন্নত করার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। গেম সিরিজটির নতুন করে জনপ্রিয়তা পাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে গেমটির অটোলগ নামের অনলাইন গেমিং অপশন। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, প্লেস্টেশন ৩ ও এক্সবক্স ৩৬০-এর জন্য গেমটি ডেভেলপ করেছে ইএ ব্ল্যাকবক্স এবং উইই ও নিনটেনডো থ্রিডিএস কনসোলের জন্য গেমটি ডেভেলপ করেছে ফায়ারব্রান্ড গেমস। মূলত গেমটির পাবলিশার হচ্ছে ইলেকট্রনিক আর্টস, কিন্তু জাপানে পাবলিশ করেছে সেগা। গেমটিতে সিঙ্গেল ও মাল্টিপ্লেয়ার উভয় অপশনই রাখা হয়েছে।

গেমের মিউজিক কম্পোজ করেছেন বিখ্যাত কম্পোজার ব্রায়ান টেইলার। ইগল আই, দ্য এক্সপ্যান্ডেবলস, ব্যাটল লস অ্যাঞ্জেলেস, দ্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন, র‍্যাম্বো, ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস, ফাস্ট ফাইভ ইত্যাদি মুভির কম্পোজিশন ছাড়াও তিনি কল অব ডিউটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার ৩ ও ফারক্রাই৩ গেমের মিউজিক কম্পোজ করেছেন।

গেমটি বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ইএ ডিজিটালের ইল্যুশন সিই কোম্পানির বানানো ফ্রস্টবাইট ২ নামের ইঞ্জিন দিয়ে। এ গেম ইঞ্জিন দিয়ে ডেভেলপ করা কয়েকটি নামকরা গেমের মধ্যে রয়েছে- ব্যাটলফিল্ড ব্যাড কোম্পানি, ব্যাটলফিল্ড ১৯৪৩, ব্যাটলফিল্ড ব্যাড কোম্পানি ২, ব্যাটল ফিল্ড ব্যাড কোম্পানি ২- ভিয়েতনাম, ব্যাটলফিল্ড ৩ ও মেডেল অব অনার (মাল্টিপ্লেয়ার মোড)। এ গেম ইঞ্জিন দিয়ে এ গেমটি ডেভেলপ করা হয়েছে ডিরেক্টএক্স ১০ ও ১১ সাপোর্টসহ। এটি ডিরেক্টএক্স ৯ সাপোর্ট করবে না, তাই গেমটি এক্সপি সাপোর্ট করে না। এক্সপিতে ডিরেক্টএক্স ১০ ইনস্টল করে হয়তো খেলা যাবে, কিন্তু পারফরম্যান্স ভালো হবে না। এ গেম ইঞ্জিনটি এবারের মতো প্রথম নিড ফর স্পিড সিরিজের গেম বানানোর জন্য ব্যবহার করা হলো। শিফট ও শিফট ২ বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ম্যাডনেস এবং হট পারস্যুইট বানাতে ব্যবহার করা হয়েছিল ক্যামেলিয়ন। তাই যারা আগের গেমগুলো খেলেছেন তারা নতুন গেম ইঞ্জিনে বানানো এ গেমটি খেলে ভিন্ন স্বাদ পাবেন।

নিড ফর স্পিড সিরিজের গেমগুলোকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম যুগের শুরু ১৯৯৪ সালে দ্য নিড ফর স্পিড নামের গেম দিয়ে। এ যুগের গেমগুলো হচ্ছে- নিড ফর স্পিড ২, হট পারস্যুইট, হাই স্টেকস, পোরশে আনলিশড, মোটর সিটি অনলাইন ও হট পারস্যুইট ২। দ্বিতীয় যুগের গেমগুলো হচ্ছে- আন্ডারগ্রাউন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড ২, মোস্ট ওয়ান্টেড, কার্বন, প্রোস্ট্রিট ও আন্ডারকভার। তৃতীয় বা নতুন যুগের গেমগুলো হচ্ছে- শিফট, নাইট্রো, ওয়ার্ল্ড, হট পারস্যুইট, শিফট ২ আনলিশড ও দ্য রান। তৃতীয় যুগের গেমগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গেমের অটোলগ ফিচার যাতে বিশ্বের বাঘা বাঘা নিড ফর স্পিড সিরিজের গেমাররা অনলাইনে নিজেদের মধ্যে মোকাবেলা করে নিজ যোগ্যতা জাহির করতে পারেন।

গেমের শুরুতেই দেখা যাবে অজ্ঞান জ্যাক রাওর্কে লাল রঙের পোরশে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ের সাথে বাঁধা অবস্থায়। শক্তিশালী ম্যাগনেটের সাহায্যে তাকে গাড়িসহ পুরনো গাড়ি পিষে ফেলার মেশিনের মাঝে ফেলে দেয়া হচ্ছে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তাকে গাড়ি থেকে বের হতে সাহায্য করতে হবে গেমারকে। এক সন্ত্রাসী চক্রের হাতে পড়ে তার এ দশা হতে চলেছিল। সেখান থেকে সে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবে এবং শত্রুপক্ষের গাড়ির সাথে যুদ্ধ করে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তাকে সে শহর ছেড়ে যেতে হবে তা না হলে তার রক্ষে নেই। এমন সময় স্যাম হারপার নামের এক সুন্দরী তাকে একটি কাজ অফার করে। জ্যাকের ড্রাইভিং স্কিলের ওপর ভরসা করে স্যাম ইলিগ্যাল স্ট্রিট রেসিং প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য সুযোগ করে দেয়, যার প্রাইজমানি পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। রেসের শুরু সানফ্রান্সিসকো থেকে এবং গন্তব্য হচ্ছে নিউইয়র্ক, যা প্রায় ৩০০০ মাইল দূরে। তাকে মোকাবেলা করতে হবে ২০০ জন রেসারের সাথে, সেই সাথে সন্ত্রাসী চক্রের সদস্য এবং পুলিশের সাথে লড়াই করতে হবে। বিশাল এ রেসটিকে ভাগ করা হয়েছে ১০টি স্টেজে। কিছু স্থানে স্টপেজ রয়েছে যেমন- লাস ভেগাস, ডেনভার, ডেট্রয়েট ইত্যাদি। গেমারকে ড্রাইভ করতে হবে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার রাস্তা, যার মধ্যে রয়েছে শান্ত গ্রাম্য রাস্তা, কোলাহলপূর্ণ শহুরে রাস্তা, মরুভূমির মাঝের হাইওয়ে, তুষারাবৃত পাহাড়ি রাস্তা ইত্যাদি। গেমের স্বাদ আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য রাখা হয়েছে তুষারঝড়, বৃষ্টি, মরুভূমির ধুলোর ঝড়, পাহাড়ি ধস, শত্রুপক্ষের হেলিকপ্টারের গুলি, বেশ কড়া আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সযুক্ত পুলিশের গাড়ি ইত্যাদি।

এবারের মতোই প্রথম নিড ফর স্পিড সিরিজের কোনো গেমে ক্যারেক্টারকে নিয়ে খেলার অপশন রাখা হয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর তাদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে আবার নতুন করে গাড়ি সংগ্রহ করা, ট্রেন লাইনের ওপর ট্রেনের সাথে পাল্লা দিয়ে গাড়ি চালানো, গাড়ি দিয়ে হেলিকপ্টার ধ্বংস করার মুহূর্তগুলো দেখার সময় মনেই হবে না তা গেম, মনে হবে কোনো অ্যাকশন মুভির ট্রেইলার দেখছেন। গেমে অনেক গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে তিনটি লিমিটেড এডিশন কার রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ল্যাম্বোরগিনি অ্যাভেন্টেডর, পোরশে ৯১১ ক্যারেরা এস ও শেলবি কোবরা জিটি৫০০। গেমের গাড়ির কন্ট্রোলিং কিছুটা কঠিন। তবে

রাস্তা অনুযায়ী গাড়ি বাছাই করতে পারলে তেমন সমস্যা হবে না। গাড়ি বদল করার জন্য পথিমধ্যে ফিলিং স্টেশনে থামিয়ে তা বদল করা যাবে এবং সে সময় রেস পজ করা থাকবে। নিড ফর স্পিড এডিশন কারগুলো স্পেশাল টিউনিং করা, তাই সেগুলো দিয়ে ভালো পারফরম্যান্স পাওয়া যাবে।

নিড ফর স্পিড সিরিজের গেমগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত মাঝারি মানের পিসি কনফিগারেশন চাওয়া হয়, কিন্তু দ্য রানের ক্ষেত্রে বেশ ভালো কনফিগারেশনের পিসি চাওয়া হয়েছে। গেমটির মিনিমাম সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টে চাওয়া হচ্ছে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৪ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা সমমানের এএমডি অ্যাথলন এক্স টু প্রসেসর, ৩ গিগাবাইট র‍্যাম, ১৮ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও ডিরেক্টএক্স ১০ সাপোর্টেড ৫১২ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৯৮০০ জিটি বা এটিআই র‍্যাডেওন এইচডি ৪৮৭০)। রিকমেন্ডেড কনফিগারেশন হিসেবে কোর আই ৫ সিরিজের ২.৬৬ গিগাহার্টজ গতির প্রসেসর বা সমমানের এএমডি ফেনম ২ এক্সফোর প্রসেসর, ৪ গিগাবাইট র‍্যাম এবং জিফোর্স জিটিএক্স ৫৬০ বা র‍্যাডেওন এইচডি ৬৯৫০ গ্রাফিক্স কার্ড।

রেনেগেড অপস

জাস্ট কজ গেমের মতো দুর্দান্ত গেমের নির্মাতা সুইডিশ কোম্পানি অ্যাভালানচে স্টুডিও ডেভেলপ করেছে আরেকটি শ্বাসরুদ্ধকর গেম, যার নাম রেনেগেড অপস। গেমটি পাবলিশ করেছে জাপানের বিখ্যাত গেম ডেভেলপার ও পাবলিশার কোম্পানি সেগা। গেমটি মূলত স্ট্র্যাটেজি টাইপের ভেহিকেলস ভিত্তিক শুটিং গেম। গেমের আকার ছোট কিন্তু তাই বলে গেম বানানোর কাজে কোনো কমতি রাখা হয়নি। গেমটি বানানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে দুটি শক্তিশালী গেম ইঞ্জিন, যার একটি হচ্ছে অ্যাভালানচে ইঞ্জিন ২.০ এবং অপরটি হচ্ছে হ্যাভক ফিজিক্স। আইরিশ কোম্পানি হ্যাভকের এ শক্তিশালী গেম ইঞ্জিন দিয়ে বেশ কিছু নামকরা গেমের জন্ম হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে- বায়োশক, কোম্পানি অব হিরোস, কেন টেন আল্টিমেট অ্যালিয়েন, ডার্ক সেক্টরস, ডেড রাইজিং, ডিয়াব্লো ৩, দ্য এল্ডার স্ক্রোলস ৪, ফলআউট ৩, ফলআউট-নিউ ভেগাস, এফইএআর, হাফ লাইফ ২, হ্যালো, মেডি ব্রেইন, জাস্ট কজ, কিল জোন, ম্যাক্স পেইন ২, এলএ নোয়ার, লস্ট প্ল্যানেট, অপারেশন ফ্ল্যাশপয়েন্ট, পেইনকিলার, সেইন্টস রো, রেড অ্যাকশন, পোর্টাল, রেসিডেন্ট ইভিল, সোল ক্যালিবার, দ্য উইচার ২, দ্য সাবোটিয়ার, স্টারক্রাফট ২, স্ট্রংহোল্ড ৩, আনফেস্টাইন, আনচার্টেড সিরিজসহ আরো অনেক গেম। এ ইঞ্জিনের বানানো কোনো গেমই ফেলনা নয় তা নাম দেখেই বুঝতে পারছেন। কারণ প্রত্যেকটিই বেশ ব্যবসাসফল গেম।

সিনিস্টার টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনের কমান্ডার ইনফার্নো তার ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ করার জন্য ইউরোপের ওপরে ভয়ঙ্কর এক বোমা নিক্ষেপ করে বিশ্ববাসীকে চমকে দেয়। আতঙ্কিত হয়ে ওয়ার্ল্ড লিডাররা এক মিটিংয়ের আয়োজন করেন এবং সেখানে ইনফার্নো পুরো বিশ্বকে নিজের করায়ত্ত নেয়ার মনোভাবনা প্রকাশ করে। কেউ তার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করার সাহস করে না, কিন্তু জেনারেল ব্রায়ান্ট চুপ থাকার নয়। সে তার চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজের একটি ছোট মিলিটারি টিম তৈরি করে ইনফার্নোর একনায়কতন্ত্রের অভিলাষ ঘুচিয়ে দেয়ার জন্য। গেমের কাহিনীতে তেমন একটা নতুনত্ব না থাকতে পারে, তবে গেমপ্লেতে বেশ বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে এ গেমে।

গেমে মোট চারজনকে নিয়ে খেলা যাবে, তবে বোনাস ক্যারেক্টার হিসেবে হাফ লাইফ গেমের ক্যারেক্টার ড. গর্ডন ফ্রিম্যানকে আনলক করে নিতে হবে। পাঁচজনের গাড়ি ও স্পেশাল পাওয়ার আলাদা, তাই গেমটি আরো বেশি উপভোগ্য হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্পেশাল পাওয়ারের মধ্যে রয়েছে এয়ার স্ট্রাইক, হেভি গ্যাটলিং গান, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক পালস, হেভি আর্মার ও এলিয়েন কল। গেমে মিশন রয়েছে মাত্র নয়টি, কিন্তু তা মোটামুটি বড় আকারের। লেভেলআপ করার সাথে সাথে কিছু নতুন ক্ষমতা পাওয়া যাবে, যা ব্যবহার করে আরো সহজে শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করা যাবে। গেমে দু'জন প্লেয়ার একসাথে স্প্লিট স্ক্রিনে গেম খেলার সুবিধা পাবেন। অনলাইনে ৪ জন একসাথে খেলা যাবে। অনলাইন লিডারবোর্ডের লিস্টের প্লেয়ারদের সাথে টেক্কা দিয়ে নিজের দক্ষতা যাচাই করার সুযোগও রয়েছে। গেমের একটি সমস্যা হচ্ছে গেম সেভ করার কোনো অপশন নেই, পুরো মিশন শেষ করতে হবে। গেমে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাইফ শেষ হয়ে গেলে গেমটি আবার মিশনের প্রথম থেকে শুরু হবে।

গেমটির গ্রাফিক্স উঁচুমানের, তাই ছোট আকারের গেম হওয়া সত্ত্বেও তা চালানোর জন্য মোটামুটি ভালো কনফিগারেশনের পিসি চাওয়া হয়েছে। গেমটি চালানোর জন্য চাওয়া মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে- ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.৬ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, ডিরেক্টএক্স ১০.১ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড এবং ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

গ্যাটলিং গিয়ারস

গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো বড় বড় গেম বানানোর পাশাপাশি কিছু রোমাঞ্চকর ও শ্বাসরুদ্ধকর গেম বানানো শুরু করেছে। এগুলো গেমপ্লে টাইম তেমন একটা বড় নয়, কিন্তু বারবার খেলার মতো গেম। আকারে ছোট তাই হার্ডডিস্কে তেমন একটা জায়গা দখল না করে তা রেখে দেয়া যায় এবং যখন ইচ্ছে খেলা যায়। মাল্টিপ্লেয়ার অপশন থাকায় গেমগুলো বাসায় বন্ধু এলে তার সাথে ভাগিয়ে খেলা যায় বলে আরো বেশি মজা পাওয়া যায়। এরকম একটি গেম হচ্ছে গ্যাটলিং গিয়ারস। গেমটি অনেকটা রেনেগেড অপসের মতোই, তবে রেনেগেড অপসে ব্যবহার করা হয়েছে গাড়ি এবং এখানে রয়েছে স্টিমপাঙ্ক মেক নামের রোবট জাতীয় এক ধরনের যুদ্ধযান। গেমটি ডেভেলপ করেছে ভ্যানগার্ড এন্টারটেইনমেন্ট এবং পাবলিশ করেছে বিখ্যাত গেম নির্মাতা কোম্পানি ইলেক্ট্রনিক আর্টস। ভ্যানগার্ড গেমসের পূর্ব নাম ছিল ডব্লিউ! কিন্তু কিলজোন গেম সিরিজের নির্মাতা গেরিলা গেমস ডব্লিউ! গেমসের সাথে মিলে নতুন করে বানিয়েছে ভ্যানগার্ড গেমস। ভ্যানগার্ড গেমসের বানানো প্রথম গেম এ গ্যাটলিং গিয়ার। গেমটি উইন্ডোজ, প্লেস্টেশন নেটওয়ার্ক ও এক্সবক্স লাইভ আর্কেড প্লাটফর্মের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। যারা আগে গেমসের দোকানে গিয়ে গেম খেলতেন, তাদের গেমটি খেলার সময় মনে হবে পুরনো দিনের কথা। গেমটি খেলার ধাঁচ অনেকটা আর্কেড মেশিনে গেম খেলার মতো।

গেমটি বানানো হয়েছে গ্রিড কর্প নামের টার্ন ভিত্তিক স্ট্র্যাটেজি গেমের কাহিনীর সূত্র ধরে। গ্রিড কর্পে ব্যবহার করা ক্যারেক্টার এবং গেমপ্লের কিছুটা দেখা পাওয়া যাবে এ গেমে তবে একটু ভিন্ন রূপে। গ্রিড কর্পের পটভূমি মিসরাউড নামের জগতে চারটি ফ্যাকশন ছিল। এগুলো হচ্ছে- ফ্রিম্যান নামের ট্রাইব বা উপজাতি যারা পরিবেশকে সম্মান করে, পাইরেট যারা অন্যান্য ফ্যাকশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস চুরি-ডাকাতি করে দিনযাপন করে, কার্টেল নামের সম্পদ আহরণকারী দল এবং এম্পায়ার যাদের রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করার জন্য এম্পায়ার মরিয়া হয়ে উঠলে এবং সব এলাকা চষে বেড়াবে। তারা বানাবে বিশাল বিশাল কিছু মেশিন, যা পরিবেশ তছনছ করে দিয়ে সবার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমনভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের নিঃশেষ হওয়ার দশা দেখে বিটিয়ার্ড গ্যাটলিং গিয়ার পাইলট ম্যাক্স ব্রাউন আর চুপ থাকতে পারেন না। অন্যায়ভাবে সম্পদ লুটে নেয়া রোধ করার জন্য সে এবং তার দল নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এম্পায়ারের বিরুদ্ধে।

গেমটি স্ট্র্যাটেজি টাইপের মাল্টি-ডিরেকশনাল শুটিং গেম, যা অন্যান্য স্ট্র্যাটেজি গেমের মতো শুধু এক হাতে অর্থাৎ মাউস দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার মতো গেম নয়। এতে দু'হাতই দারুণ ব্যস্ত রাখতে হবে, কারণ গেমের বেশিরভাগ সময় অ্যাকশনে থাকতে হবে। কিবোর্ড দিয়ে স্টিমপাঙ্ক মেক বা গ্যাটলিং গিয়ারের স্টিয়ারিং কন্ট্রোল এবং মাউস দিয়ে ফায়ার ও রোটেশনের কাজ করতে হবে। মারকাট ধরনের অ্যাকশন রাখা হয়েছে গেমে। চোখের সামনে যা কিছু পড়বে সবকিছুই ধুলিসাৎ করে দিতে হবে। কারণ যত বেশি ধ্বংস করা যাবে তত বেশি পয়েন্ট। এসব পয়েন্ট গ্যাটলিং গিয়ার বা যুদ্ধযান আপগ্রেড করার কাজে ব্যবহার করা যাবে। গ্যাটলিং গিয়ারগুলো দিয়ে ধ্বংস করতে হবে এম্পায়ারের রোবট, ট্যাংক ও বিশালাকার যুদ্ধযান ইত্যাদি।

গেমটি চালানোর জন্য ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ১.৮ গিগাহার্টজ প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ২৫৬ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এটিআই র‍্যাডেওন এক্স১৩০০ বা এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৬০০) এবং ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের গ্রাফিক্স ও শব্দশৈলী এককথায় চমৎকার।

ইগনাইট

নিড ফর স্পিড সিরিজের নতুন গেম দ্য রান বেশ ভালো হয়েছে এবং সেজন্য একবার বসলে তার অনেকটা শেষ না করে উঠতে ইচ্ছে করে না। তাই গেমটি শেষ হতে বেশিদিন লাগবে না। আর পিসিতে রেসিং গেম না থাকলে তো আর ভালো লাগে না। অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার ও শুটিং গেম খেলে বিরক্ত হয়ে যাওয়া গেমারদের হাত নিশপিশ করতে থাকে কিছুটা ভিন্নধর্মী গেমের জন্য। সেই ভিন্নধর্মী গেম হিসেবে রেসিং গেমগুলো বেশ ভালো সময় কাটানোর জন্য। একেকবার একেক গাড়ি নিয়ে খেলে দেখার মজাই আলাদা। তারপরও বেশিদিন একই গেম খেলতে ভালো লাগে না। তাই যাদের নিড ফর স্পিড দ্য রান খেলা শেষ হয়ে যাবে তারা হতাশ হবেন না। কারণ তাদের জন্য রয়েছে আরেকটি রেসিং গেম, যার নাম ইগনাইট। গেমটি ডেভেলপ করেছে নেমেসিস গেমস এবং পাবলিশ করা হয়েছে জাস্ট এ গেমসের ব্যানারে। রেসিং গেমটি অন্যান্য রেসিং গেমের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। কারণ রেসের পাশাপাশি আরো কিছু কাজ করতে হবে এ গেমে। রেসিং গেমের যে নিয়ম সে নিয়মেই খেলতে হবে গেমটি। অর্থাৎ রেসে সবার আগে থাকতে হবে বা সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিবার রেস জেতার পর নতুন কিছু আনলক হবে। তা হতে পারে নতুন মডেলের গাড়ি, নতুন রেস ট্র্যাক, নতুন টাইপের গাড়ি, স্পেশাল কনফিগারেশনযুক্ত গাড়ি ইত্যাদি। গেমে তিন ধরনের গাড়ি রাখা হয়েছে– মাসল, স্ট্রিট ও রেস। মাসল কারগুলো ড্রিফটের জন্য ভালো, স্ট্রিট কারগুলো হ্যান্ডেলিংয়ের জন্য ভালো এবং রেস কারগুলো সব দিক থেকেই ভালো। কিন্তু প্রথমত শুধু মাসল ও স্ট্রিট কারগুলো আনলক করা যাবে, রেস সিরিজের কারগুলো পরে আনলক হবে। ভিন্ন স্বাদের রেস ড্রাইভিং উপভোগ করা যাবে ভিন্নধর্মী এ গাড়িগুলো থেকে।

গাড়িগুলো কোনো বিখ্যাত ব্র্যান্ডের কার ম্যানুফ্যাকচারারের গাড়ি নয়। কাল্পনিক কিছু ম্যানুফ্যাকচারার বানিয়ে আসল গাড়িগুলোর আদলে বানানো মডেলে এ গেমের গাড়িগুলো বানানো হয়েছে। বেশ বাহারি গাড়িগুলো সবার কাছে ভালো লাগতে পারে।

গেমের কোনো কাহিনী নেই, শুধু রেস আর রেস। গেমে ১০০০ স্কোর করতে পারলে তারপর থেকে আনলিমিটেড নাইট্রাস বুস্ট ব্যবহার করা যাবে। গেমে একটুর জন্য প্রতিপক্ষের পেছনে পড়ে গেলেও ক্ষতি নেই কারণ এখানে পয়েন্টের ভিত্তিতে রেস জেতার ব্যাপারে প্রভাব ফেলা যায়। দুয়েক সেকেন্ডের জন্য পেছনে পড়ে গেলে বেশি পয়েন্ট থাকলে সে পয়েন্ট টাইমে কনভার্ট করা হয় এবং তারপর ফাইনাল টাইম কাউন্ট করা হয়।

গেমে প্রায় ৩৫টি রেস রয়েছে ৭টি ভিন্ন জায়গায়। গেমের কন্ট্রোলিং বেশ ফ্লেক্সিবল। অনেকটা পুরনো দিনের নিড ফর স্পিড ২-এর মতো। তাই কিছুটা সামলে খেলতে হবে। বন্ধুদের সাথে কে কত স্কোর করতে পারে তা নিয়ে লড়াই করে খেলার মতো একটি গেম এটি। ছোট-বড় সবাই গেমটি খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। গেমটি চালানোর জন্য বেশ কম কনফিগারেশনের পিসি চাওয়া হয়েছে নতুন বের হওয়া অন্য গেমগুলোর তুলনায়। গেমটি চলাতে লাগবে ইন্টেল পেন্টিয়াম ৪ মানের ৩ গিগাহার্টজ গতির প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম এক্সপির জন্য ও ২ গিগাবাইট র‍্যাম ভিসতা বা সেভেনের জন্য, ৫১২ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড এবং ১ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। গেমের সাইজ ছোট, কিন্তু গেমপ্লে টাইম মোটামুটি ভালোই। রেসগুলো রেসিং ট্র্যাকে খেলতে হবে, তাই আলাদা করে বিশাল এনভায়রনমেন্টের গ্রাফিক্স করার প্রয়োজন পড়েনি বিধায় গেমের আকার ছোট হয়েছে।

বার্নআউট প্যারাডাইস

বার্নআউট নামে ইলেকট্রনিক আর্টসের একটি রেসিং গেম সিরিজ রয়েছে, যার নাম হয়তো সবার জানা নেই। যারা পিসি গেমার তাদের অনেকেই এই সিরিজের গেমগুলোর সাথে পরিচিত নন, কিন্তু কনসোল গেমাররা এই সিরিজের গেম খেলে থাকবেন। কারণ এই সিরিজের গেমগুলো শুধু কনসোলের জন্য মুক্তি দেয়া হতো। পিসি গেমাররা হতাশ হবেন না, কারণ আপনাদের জন্য রয়েছে সুখবর – বার্নআউট সিরিজের পঞ্চম পর্ব বার্নআউট প্যারাডাইস কনসোলে মুক্ত করার পাশাপাশি পিসির জন্যও রিলিজ করা হয়েছে। গেমটির গ্রাফিক্সের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে রেন্ডারওয়্যার নামের গেম ইঞ্জিন। গেমটি ডেভেলপ করেছে ক্রাইটেরিয়ন গেমস এবং পাবলিশ করেছে ইএ।

বার্নআউট প্যারাডাইসে রেস খেলার মজা দারুণ এবং খেলার মজা দ্বিগুণ করার জন্য রয়েছে আরো অনেকরকম ইভেন্ট। যেমন– মিশন দেয়া হবে গাড়ি পুরোপুরি বিধ্বস্ত না করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছতে এবং গাড়িকে ঘায়েল করার জন্য থাকবে কিছু গাড়ি, যেগুলো পদে পদে বাধা দেবে। এ ইভেন্টের নাম মার্কড ম্যান। আরেকটি ইভেন্ট হচ্ছে রোড রেজ, এতে বিপরীত পক্ষের গাড়ি ড্যামেজ করতে হবে। রাস্তায় দ্রুতবেগে ছুটে চলার সময় প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে হবে যাতে রাস্তার পাশে বা অন্য কোনো গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে সেটা চুরমার হয়ে যায়। সাধারণ রেস তো রয়েছেই অন্যান্য রেসিং গেমের মতো, কিন্তু তাতে আবার রয়েছে একটু ভিন্নতা। অন্যান্য রেসিং গেমে রেসিং ট্র্যাক নির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে বা একটিই মাত্র রাস্তা থাকে রেস খেলার জন্য। কিন্তু এই গেমে আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে যেকোনো রাস্তা

দিয়ে পৌঁছতে পারবেন। আরো মজার একটি ইভেন্ট হচ্ছে স্টান্ট নামের ইভেন্ট। এতে গাড়ি নিয়ে বিশেষ কিছু কসরত দেখিয়ে অর্জন করতে হবে নির্ধারিত পয়েন্ট। বিশেষ কসরতগুলোর মধ্যে রয়েছে ড্রিফটিং, স্পিনিং, জাম্প, সুপার জাম্প, লাফিয়ে উঠে রাস্তার পাশের বিলবোর্ড ভাঙা ইত্যাদি। গেমে প্রায় ১৫০-এর মতো শর্টকাট রাস্তা আছে যাতে ঢোকার মুখেই হলুদ রঙের বেড়া দেয়া আছে। পুরো শহর খুঁজে ৪০০ বেড়া ভাঙতে পারলে রয়েছে বোনাস। এছাড়াও রয়েছে ৫০টি স্থান, যেখান থেকে সুপার জাম্প করতে পারবেন। শহরে রয়েছে ১২০টির মতো বিলবোর্ড যা ভাঙতে পারলে রয়েছে পুরস্কার। পুরো শহরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কার ওয়ার্কশপ, পেইন্ট শপ, গ্যাস ফিলিং স্টেশন, অটো রিপেয়ার শপ ইত্যাদি। এগুলো খুঁজে বের করতে হবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে রিপেয়ার শপ, পেইন্ট শপ বা গ্যাস ফিলিং স্টেশনের সামনের প্যাসেজ দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেলেই হবে, তাহলেই সাথে সাথে গাড়ি রিপেয়ার, পেইন্টিং বা গ্যাস ভরা হয়ে যাবে। এতে মোটরসাইকেল নিয়ে খেলার ব্যবস্থা রয়েছে এবং গেমে প্রায় ৪ রকমের মোটরবাইক রয়েছে। কার, জীপ, ভ্যান, পিকআপ সব রকমের গাড়ি মিলিয়ে প্রায় ৭৫টি গাড়ি আনলক করা যাবে গেমটিতে। এই গেমে আপনাকে যে শহরটিতে বিচরণ করতে হবে তার নাম হচ্ছে প্যারাডাইস সিটি।

গেমের গ্রাফিক্স অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও নিখুঁত। গেমে স্পেশাল ইফেক্টের ব্যবহারে বেশ অভিনব। গেমটি খেলতে ২.৮ গিগাহার্টজের পেন্টিয়াম ৪.১ গিগাবাইট র‍্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত ১২৮ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড ও হার্ডড্রাইভে প্রায় ৪ গিগাবাইটের মতো ফাঁকা জায়গা লাগবে। ভিসতায় খেলার জন্য ২ গিগাবাইট র‍্যাম ও ৩.২ গিগাহার্টজের প্রসেসর হলে ভালো হয়।

ফিডব্যাক : shan_21@yahoo.com